# ‘Popular Geopolitics’ এর আলোকে একটি ভারতীয় সিনেমা ‘Baby’র বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

# An Analysis of a Bollywood Movie ‘Baby’ in the Lights of Popular Geopolitics

Rahul Das

*M.Phil Research Scholar*

*International Relations*

*Jadavpur University*

**Abstract**

*The concept of geopolitics is a combination of geography and politics. In compliance with Oxford, geopolitics is "politics, especially international relations, as influenced by geographical factors. Popular geopolitics is one of its various classifications. Popular geopolitics is basically the way in which people are associated with an dominating ideology through movies, songs, newspapers, books, literary works, cartoons, pictures and other similar mediums or the way in which the ideology propagated by these media is persuaded in the minds of people is known as popular geopolitics. The circulation of book of writing is limited to a certain class of people, whereas cinema can reach all classes of people in all societies. The tendency to use cinema as a medium to get people accustomed to influential ideologies observed all over the world. It has been seen in the earliest stages of the history of Hollywood cinema, even in the silence era. The number of such movies indicating protection of national interest has skyrocketed, especially since the infamous 9/11 attacks. In India too, since independence, there have been attempts to portray the country's contemporary situation through various movies. The number of such patriotic movies has increased rapidly in India since the shocking 26/11 attacks. Contributory role of government in making such films one after another cannot be denied. The impact of such films on the public has been widespread, even in the exercise of the right to vote people have been influenced by them. Ruling political parties are benefiting from these. The following article attempts to present this statement by analysing the various scenarios and dialogues of such a Bollywood cinema in a contemporary context.*

**Keywords :** *geopolitics, popular geopolitics, cinema, bollywood, hegemony, patriotic, nationalism*

---

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক নির্ভর করে নানাবিধ বিষয়ের উপর - ভূগোল তার মধ্যে অন্যতম। ভৌগলিক মানচিত্র বা ভৌগোলিক বাস্তবতা অপরিবর্তনীয়। ভৌগলিকতা বিভিন্ন দেশের বৈশ্বিক কার্যকলাপের মধ্যে কখনো নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে কখনো সংশ্লিষ্ট দেশের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের প্রসারণের সহায়ক হয়ে উঠেছে। দেশগুলি ভৌগোলিকতা কে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব বিশ্লেষণ ও তৎসংক্রান্ত বক্তব্য তৈরি করে। এভাবেই ‘Geopolitics’ বা ভৌগোলিক রাজনীতি বিস্তার লাভ করে। ‘Geopolitics’ শব্দটির আবিষ্কর্তা Rudolf Kjellen এর ভাষায় *'' geopolitics is the study of the state as a geographical organism or a phenomenon in space ."* কোন অঞ্চলের সাথে যুক্ত ক্ষমতার ধারণার সাথে ভৌগোলিক রাজনীতিৰ ধারণা জড়িত। বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে প্রতিটা রাষ্ট্রের নিজস্বার্থ সাপেক্ষে নিজস্ব ভাষ্য থাকে, এই ভাষ্য তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। Geopolitics এর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ এর মধ্যে অন্যতম হলো popular geopolitics .

Klaus Dodds তাঁর 'Geopolitics : A Very Short Introduction' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'Popular Geopolitics' এর ধারণা ব্যক্ত করেন। popular geopolitics বলতে বোঝানো যায় যে উপায়ে সিনেমা, মিডিয়া, কার্টুন, বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি মাধ্যমের দ্বারা জনগণকে কোন প্রভাবশালী বা কর্তৃত্বশালী ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত করে তোলা হয় বা তাদের সামাজিকীকরণ হয়। Klaus Dodds কে উদ্ধৃত করে বলা যায় " *Popular geopolitics considers films, magazines, televisions, the internet and radio and the way in which they contribute to the circular of geographical images and representation of territory, resources and identity."* অর্থাৎ উপরিউক্ত মাধ্যমগুলির দ্বারা যে উপায়ে জনমানসে নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল, পরিচয়, সম্পদের যে ভৌগলিক রাজনৈতিক খন্ডচিত্র গুলি উপস্থাপন করা হয় তাই হলো popular geopolitics এর বিষয়বস্তু। যেমন আমেরিকায় 9/11 এর ঘটনা ঘটার পর হলিউডের প্রচুর চলচ্চিত্র, ধারাবাহিকে ভয়ের রাজনীতি হতাশা-ক্ষোভ এর চিত্র ফুটে উঠেছে। 'The Kingdom' এর মতো সিনেমা বা 'Homeland' এর মতো ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে geopolitics কে কিভাবে কল্পনা করা হয় বা একে কিভাবে অনুশীলন করা হয়। অর্থাৎ এখানে বহুল প্রচলিত মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট চিত্র বা ধারণা মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে মানুষ কতকগুলি নির্দিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক চিত্র বা 'geopolitical image' কে সত্য বলে মেনে নেয়। সিনেমা বা অন্যান্য মাধ্যমগুলির সাহায্যে মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হলো 'popular geopolitics' এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রখ্যাত ইতালিয়ান তাত্ত্বিক Antonio Gramsci যে যে 'cultural hegemony'এর ধারণা দিয়েছেন সেখানে বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে কর্তৃত্বকারী শ্রেণি নিজেদের স্বার্থসাধনকারী বিষয়গুলি অন্য শ্রেণীর উপর সুকৌশলে চাপিয়ে দিয়ে তাদের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করে। Gramsci এর 'cultural hegemony' ধারণার সাথে পপুলার geopolitics এর ধারনার যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে রাজনৈতিক ভূগোলবিদ Joanne Sharp বলেছেন *"Hegemony is constructed not only through political ideologies but also, more immediately through detailed scripting of some of the most ordinary and mundane aspects of life."* (Condensing the Cold War: Reader's Digest and American Identity) অর্থাৎ আধিপত্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা গড়ে তোলা হয় না বা বরং কোন খুব সাধারন বা দৈনন্দিন জীবনের খুবই গতানুগতিক কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এর দ্বারা বা চিত্রায়নের মাধ্যমেও তা গড়ে তোলা যায়।

Popular geopolitics যে মাধ্যমগুলির দ্বারা ক্রিয়াশীল হয় তার মধ্যে অন্যতম হল 'film' বা চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের সুবিধা হল এটি একটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী মাধ্যম। অডিও বা শ্রুতি এবং ভিডিও বা দৃশ্য একইসাথে দুভাবে একটি মানুষের কাছে পৌঁছায় । কেউবা সময় কাটাতে কেউ নিছক বিনোদনের জন্য আবার কেউ বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র দেখে। দেখা যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের ও সকল বয়স বিভাগের মানুষই চলচ্চিত্রের আওতাভুক্ত। ভারতে প্রায় সবকটি মূল ভাষার নিজস্ব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে যার মধ্যে প্রধানতম হল হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা বলিউড। যেখানে বছরে প্রায় 1041 টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয় যা হলিউডের থেকেও 500 টি বেশি! এরমধ্যে একটি বিশেষ ঘরানার ছবি, যার মধ্যে দিয়ে ভূ-রাজনৈতিক চিত্রকল্প গুলি বার্তা রূপে দর্শকদের কাছে পৌঁছে যায়। কোন জাতীয় ইস্যু, আবেগধর্মী বিষয়, নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় যেটি সম্পর্কে অবগত হওয়া বা জানা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য সেটিকে চলচ্চিত্রের সাহায্যে অতি সহজেই দর্শকদের কাছে পৌছে দেওয়া যায়, হয়তো অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা এত বিস্তৃতভাবে পৌঁছে দেওয়া যেত না। এভাবে দর্শকদের মধ্যে চলচ্চিত্র এক মত তৈরি করতে সক্ষম হয় চলচ্চিত্র কেবলমাত্র মত তৈরী

করে না প্রচলিত মতকে নতুন আকারও প্রদান করে। প্রবাদপ্রতিম তাত্বিক Ramachandra Guha বলেছেন *"feature films are the great popular Passion Of India cutting across the social the device of caste, class, religion, gender and language."*( India after Gandhi )

চলচ্চিত্রকে কে সাধারণভাবে বলা হয় সমাজের দর্পণ। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভাবশালী ঘটনাগুলি বিভিন্নভাবে রুপোলি পর্দায় ফুটে ওঠে। প্রতিটি দেশেই একই চিত্র দেখা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে যখন জাতি গঠনের কাজ চলছিল তখন আগামী দিনের উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে তৈরি হয় ' নয়া দৌড়', 'মাদার ইন্ডিয়া'। দেশরুপে ভারতবর্ষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডতে দেবত্ব আরোপ করে তার প্রতি জনগণকে শ্রদ্ধাবনত করার প্রচেষ্টা হয়। 62 তে ভারত চীনের কাছে পরাজিত হওয়ার পর যখন বিশ্বে ভারতের চিত্র মলিন তখন তৈরি হয় 'হাকীকত', যেখানে ভারতের গৌরবান্বিত ছবি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়। ভারত পাকিস্তানের ক্রমাগত যুদ্ধ ও বৈরিতার সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হয় 'বর্ডার', 'এলওসি কার্গিল', '1971', 'শৌর্য', 'লক্ষ্য' প্রভৃতি সিনেমা। যেখানে দেখানো হয় সেনারাই ভারতের প্রকৃত বীর। কখনো সানি দেওল কখনো অমিতাভ বচ্চন কখনো অজয় দেবগন সেনানী রূপে বীরের ভূমিকায় সন্ত্রস্ত দেশবাসীকে আশার বাণী প্রদান করেন। 'দিল সে', 'মিশন কাশ্মীর', 'ট্যাঙ্গো চার্লি', 'খাকি' প্রভৃতি সিনেমাগুলি দেশের ভূখণ্ড দেশের গর্ব এই চিরাচরিত ভূ-রাজনৈতিক ধারণা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা আপেক্ষিক বঞ্চনা ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদের সমস্যাকে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এখানে দেখানো হচ্ছে জঙ্গিদের এক নতুন সংজ্ঞা। যারা তথাকথিত জঙ্গী বলে পরিচিত, কিভাবে কখনও বঞ্চনা, কখনো মগজধোলাই দ্বারা কিভাবে তারা জঙ্গিতে পরিণত হচ্ছে তা এখানে দেখানো হচ্ছে। একদিকে যেমন 'লেজেন্ড অফ ভগৎ সিং', 'খেলেঙ্গে হাম জি জান সে', 'বোস: দ্য আনফরগটেবল হিরো','মঙ্গল পান্ডে'র মত সিনেমার দ্বারা জাতীয় বীরদের জীবন জনসমক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি 'স্বদেশ', 'রং দে বসন্তী', 'লাগে রহো মুন্নাভাইয়ের' মত সিনেমার দ্বারা boundary pride এর উর্দ্ধে উঠে ভারতকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলার প্রয়াস সিনেমার পর্দায় তুলে ধরা হচ্ছে।

চিরকালই বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে নিজের দেশের ভূখণ্ডকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে স্বদেশকে শ্রেষ্ঠ বলে চিত্রায়িত করা হয় চলচ্চিত্রে। পশ্চিমী বিশ্বে যেমন জেমস বন্ড সিরিজের সিনেমা গুলিতে, টম ক্রুজের মিশন ইম্পসিবল সিরিজের সিনেমা গুলিতে বা ক্লিন্ট ইস্টউডের সিনেমা গুলিতে এই জাতীয় আবেগকেই তুলে ধরা হয়েছে। তবে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা যেমন 9/11 ঘটনার পর সিনেমা গুলি এজাতীয় ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে বিষয়বস্তু রুপে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে ও অনেক বেশি পরিমাণে সেলুলয়েডে তুলে ধরছে। ভারতে তেমনই 26/11 ঘটনার পর বিপুল হারে এমন সিনেমা তৈরি হচ্ছে যার সূত্রপাত মূলত নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Sheena Malhotra ও Travishi Alagh এর পর্যবেক্ষণ হল *"The production of Indian identity is domestic Dramas post 1990 have moved remarkably consistently towards the construction of Monolithic Indian identity that is Hindu wealthy and supports a conservative patriarchy"* (Dreaming the Nation: domestic dramas in Hindi films post 1990s) তাঁদের এই বক্তব্য বিশেষ একটি দিকে ইঙ্গিত করে সেখানে নব্বইয়ের দশকের পর এই সিনেমা গুলিতে ভারতের এমন এক পরিচয় সৃষ্টির প্রয়াস হল যা মূলত

হিন্দু, বিত্তবান, একত্মবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক। ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান, জিহাদি সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ ভারতের চিরন্তন বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষতা ছন্দকে কিছুটা হলেও নষ্ট করল যা চলচ্চিত্রগুলির চিত্রায়নে ফুটে ওঠে। এমনই একটি ভারতীয় চলচ্চিত্র কে নিম্নে পপুলার geopolitics এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হল।

যে সিনেমাটির প্রেক্ষাপটে এই আলোচনাটি উপস্থাপিত হবে সেটি হল 2015 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নীরাজ পান্ডে, অক্ষয় কুমার, কৃষণ কুমার ও অরুনা ভাটিয়া প্রযোজিত ও নীরাজ পান্ডে পরিচালিত সিনেমা বেবি। কাহিনীর চিত্রনাট্যকার হলেন নীরজ পাণ্ডে ও আস মোহাম্মদ আব্বাসী। প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয়কুমার, ড্যানি ডেনজংপা, রশিদ নাজ, তাপসী পান্নু, কে কে মেনন প্রমূখ।

প্রথমে স্বল্প কথায় সিনেমাটির মূল কাহিনী বর্ণনা করা যাক । 2008 এর মুম্বাই হামলার জবাবে ভারত সরকার একটি বাহিনী তৈরি করে পরীক্ষামুলকভাবে যার নাম রাখা হয় 'বেবি'। এই বাহিনীর প্রধান ফিরোজ আলী খানের (ড্যানি) মুখেই গল্পটি বলানো হয়। এই বাহিনীর শেষ অভিযান থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত।

এই বাহিনীর অন্যতম সদস্য জামাল (করন আনন্দ) এই বাহিনীর অপর সদস্য অজয়ের (অক্ষয় কুমার) হাতে ধরা পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে গিয়ে। জামালের কাছ থেকে জানা যায় লস্কর-ই-তৈবা ও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন যৌথভাবে ভারতে বহু বিস্ফোরণ ও হামলার পরিকল্পনা করেছে, ইতিমধ্যেই দিল্লীর জনবহুল শপিংমলে তারা বিস্ফোরণের ছক কষেছে। বেবি বাহিনীর তৎপরতায় সেই ছক বানচাল হয়। ক্রমেই দেখা যায় পাকিস্তানি জঙ্গি মৌলানা আবদুর রহমান (রশিদ নাজ) ইন্দো-পাকিস্তান বর্ডারে নানান নাশকতার ছক কষছে। তারই নির্দেশে বিলাল খান (কে কে মেনন) কে ভারতে জেল ভেঙে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় জঙ্গিরা । মৌলানা সুকৌশলে ভারতে পাকিস্তানি আইএসআই এজেন্ট তৌফিককে (জামিল খান) ভারতের এক মুসলমান মহল্লায় ভারতীয় সাজিয়ে রেখে তার দ্বারা জঙ্গী বাহিনীতে নিরাপরাধ ভারতীয় যুবকদের সামিল করছে। বেবি বাহিনীর উদ্যোগে তৌফিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এভাবে জানা যায় ওয়াসিম শেখ (সুশান্ত সিং) নামক জঙ্গি নেপালে নাশকতামূলক কাজে অর্থ সাহায্যের দ্বারা মদত করছে। নেপালে বেবি বাহিনী সুকৌশলে অভিযান করে সেখান থেকে ওয়াসিম কে গ্রেফতার করে। তৌফিক এর কাছ থেকে বিলালের খবর পাওয়া যায় যে সে সৌদির আল ডেরায় আছে। সৌদিতে বেবি বাহিনী দুঃসাহসিক অভিযান করে বিলাল কে হত্যা করে ও মৌলানা কেও গ্রেফতার করে ভারতে নিয়ে আসে। এভাবে বেবি বাহিনী 4 বছরে 24 টি বিস্ফোরণ ও আক্রমণ আটকায়, 13 জন মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল কে গ্রেফতার করে, 8 টা এনকাউন্টার করে, উল্টোদিকে এজন্য বেবি বাহিনীর 8 জন অফিসার শহীদ হন।

সিনেমাটির শুরু হচ্ছে এভাবে *"Team baby was found in response to 2008 Mumbai attack."* ভারতের বুকে যে কয়টি সন্ত্রাসী হানা হয়েছে তার মধ্যে ঘৃণ্যতমের তালিকা বানালে প্রথমেই থাকবে মুম্বাইয়ের তাজ হামলা ও দিল্লির সংসদ ভবনে বিস্ফোরণ। তদন্তে পাকিস্তানে মদত খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই হানা ছিল এক চরম ধাক্কা। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের নীতিপঙ্গুত্ব ও দৃঢ়তার অভাবজনিত কারণে ভারত এই ঘটনার প্রতিবাদে পাকিস্তানকে জবাব দিতে

পারেনি । যেটি সমস্ত ভারতবাসীর কাছে ছিল এক মানসিক ধাক্কা। এই সিনেমাটি এমন সময় তৈরি যখন ভারত পাকিস্তান প্রশ্নে কড়া মনোভাব নিচ্ছে। জঙ্গীবাদ মোকাবিলা আলাপ-আলোচনার গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে বুলেটের জবাব বুলেটে দিচ্ছে । পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলার জবাব দিতে পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে ভারত জঙ্গিদের নিকেশ করছে। এই ছবিটি দর্শকের কাছে এই বিশেষ বার্তাটি বহন করে। পাকিস্তান প্রশ্ন ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের নীতিগত পার্থক্য এখানে দৃষ্টিগোচর হয়।

অপর একটি দৃশ্যে আইনজীবির সাথে কথোপকথনের সময় জঙ্গীনেতা বিলাল খানকে বলতে শোনা যায় *"শুনা থা কাসভকো এসিওয়ালা কামরা দিয়া থা, উসসে তো জাদাই কিয়ে হ্যা হাম।"* কথাটি ব্যাঙ্গের আঘাতে পূর্ববর্তী সরকারের গালে যেন এক চপেটাঘাত। মুম্বাইয়ের হামলাকারী কাসভের পিছনে ভারত সরকার 53.5 কোটি টাকা খরচ করে। যে দেশের 354 মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকে সে দেশ জঙ্গীর জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়ার টালবাহানা করে তার নিরাপত্তার স্বার্থে 53.5 কোটি টাকা ব্যয় করছে যা সত্যি হাস্যকর।

মৌলানার বক্তৃতায় শোনা যায় তার মাথার দাম আমেরিকা 10 মিলিয়ন ডলার রেখেছে বলে ভারত খুশি হচ্ছে এটা অনেকাংশে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান এর চিত্রের পরিচায়ক। এখানে 9/11 এর পর থেকে আমেরিকা 'war on terror' ঘোষণা করেছে ভারতও সেখানে সহমত পোষণ করেছে। 26/11 ঘটনার পর থেকে ভারত পুরোদস্তুর আমেরিকার সাথে সহযোগিতায় সামিল হয়েছে ও 'zero-tolerance for terrorism' নীতি গ্রহণ করেছে।

এখানে সেই বহুলচর্চিত বিষয়টিই উঠে এসেছে, পাকিস্তান একক ক্ষমতায় সম্মুখসমরে ভারতের সাথে টক্কর নিতে পারে না সেজন্য ভারতের মধ্যে থেকে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ভুল বুঝিয়ে ভারতের ভিতর তাদের ঘর শত্রু বিভীষণ এ পরিণত করে। এখানে বেবি দলের অন্যতম সদস্য জামালও একই কাজ করে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কথোপকথনের সময় বেবি দলের প্রধান ফিরোজের মুখেও একই কথা শোনা যায়। ভারতের ব্যর্থতা এখানেই যে সে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিককে একথা বোঝাতে ব্যর্থ যে এদেশ তাদেরও, এদের সবার, কেউ এখানে ধর্মীয় কারণে বঞ্চিত, অবহেলিত নয়। ফিরোজ স্মরণ করান যে মুম্বাই হামলার সময় কন্ট্রোলরুম থেকে যে পাকিস্তানি জঙ্গীদের নির্দেশ দিচ্ছিল সেও একজন ভারতীয় নাগরিক নাম জাবি উদ্দিন আনসারী। আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় আফতাব নামের 23 বছরের যুবকটি যখন বেবি বাহিনীর কাছে জবানবন্দি দেয় তখন বোঝা যায় কিভাবে ভুল বুঝিয়ে কখনো অর্থ দিয়ে, কখনো সহানুভূতি দেখিয়ে নিরাপরাধ ভারতীয় যুবকদের ধর্মের ফাঁদে ফেলে অলীক সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে মগজ ধোলাই করে জঙ্গীতে পরিণত করা হয়। অতি সহজেই প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় ভারতকেই ক্ষতবিক্ষত করার জন্য। এ কৌশলের কাছে ভারতকে বারবার আঘাত পেতে হয়েছে। জঙ্গীতে পরিণত হওয়ার পর এসব যুবক পাকিস্তান ছাড়াও নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান থেকে ভারতে ঢুকে পড়ছে। ফিরোজের মুখ থেকে ধ্বনিত হয়েছে সেই চির সত্য কথা যেটা ভারতের কাছে প্রকৃত ভয়ের কারণ হওয়া উচিত - *"and the bitter truth is if the members of the community feel they do not*

*belong here and they are losing faith in us, then that is the terrorist organization's biggest success and our biggest failure."*

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ্য যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার সহনশীল ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্ররূপে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে পাকিস্তানি বক্তব্য উঠে আসে। যেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনের সময় মৌলানা সদর্পে বলে হাজারটা বিস্ফোরণ ঘটালেও ভারত চুপচাপ থাকবে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এর মত কোন চরমপথ নিতে পারবে না, এমনকি যে কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বে ভারত হাজারবার ভাববে ও পরিশেষে কিছুই করতে পারবেনা। এমন পরিস্থিতিতে বেবি বাহিনীর পাল্টা প্রত্যুত্তর যেন রূপকের আড়ালে ভারতের পরিবর্তিত রূপকে তুলে ধরেছে। এই ভারত মারের বদলা মার দিতে জানে। ভারত ভূখণ্ডে নিরীহ মানুষের প্রাণের বদলা হিসাবে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ঢুকে জঙ্গিদের হত্যা করে আসতে পারে। সিনেমার অন্য অংশে দেখানো হয় আমেরিকার পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ঢুকে 9/11 হামলার মূল চক্রী লাদেনকে হত্যা করে আসতে পারে কিন্তু ভারত 26/11 এর চক্রী হাফিজ সাইদ কে মারার কথা শুধু মুখেই বলে, কাজে করে দেখাতে পারেনা । কিন্তু মৌলানার গ্রেফতারের দ্বারা এখানে দেখানো হয়েছে পরিবর্তিত ভারত কথাটাকে কাজে পরিণত করার সাহস রাখে।

ছবিতে দেখানো হয়েছে আশফাক নামক ভারতীয় এজেন্ট ভারতের ডিপ এসেট হিসেবে কাজ করত। তাকে ব্যবহার করে ভারত অতি সহজেই সৌদি আরবের বুকে অভিযান চালিয়ে আসে, এটা ভারতীয় বাহিনীর শক্তির পরিচায়ক। আল্ ডেরাতে বেবি বাহিনীর দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনার বাইরে বেরিয়েও মৌলানা কে অপহরণ করে নিয়ে আসার ও তৎসংক্রান্ত বিষয়টি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সমাপ্ত করার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের কাছে ছবিতে ভারতের শক্তির এক আভাস দেওয়া হয়। 'Rambo', 'Top Gun', 'The Expendables', 'Commando' বিভিন্ন সিনেমায় যেভাবে আমেরিকা বারবার নিজের সেনার শক্তির বার্তা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে এ ছবিতে তেমনি বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের তরফে এমন বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যেখানে বলা হয় ভারত আর মার সহ্য করবে না বরং প্রত্যাঘাত করতে প্রস্তুত, সন্ত্রাসবাদ রুখতে আমেরিকা যখন এক কদম এগিয়ে থেকে শুরু করছে তখন ভারত পিছিয়ে থাকবে না বরং pro active ভূমিকা পালন করবে সন্ত্রাসবাদকে নাশ করতে।

আর পাঁচটা যুদ্ধের সিনেমায় যেখানে দেশের স্বার্থে জীবন বলিদান করা ও দেশের রক্ষাকর্তা হিসেবে সেনাদের বীররূপে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে, এ সিনেমা তার ব্যতিক্রম নয়। সিনেমার শুরুতেই দেখা যায় রাকেশ নামক এক অফিসার তুরস্কে জঙ্গিদের হাতে বীভৎস অত্যাচারের শিকার হয়ে জীবন দান করছে। ছবির প্রতিপদে দেখা যায় বিভিন্ন সেনানী পদে পদে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে দেশের হিতার্থে জীবনের বাজি লাগাচ্ছে। বিদেশে শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়লে দেশ থেকে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যাবে না জেনেও তারা অভিযানে যাচ্ছে। এভাবে এধরনের সিনেমাগুলির দ্বারা সেনাবাহিনীকে যথার্থই বীরের মর্যাদা প্রদান করা হয়।

সর্বোপরি বেবি সিনেমাটিতে উপরিউক্ত নানাবিধ ঘটনাবলির সমন্বয়ে তৈরি চিত্রকল্প গুলিকে জুড়ে বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নের মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকাকে তুলে ধরা হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে পার্শ্ববর্তী শত্রু রাষ্ট্রের নানাপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারত কিভাবে শত্রুর মোকাবিলা করছে নিজ আদর্শে অবিচল

থেকে। বার্তা দেওয়া হচ্ছে ভারত কোন নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মাবলম্বীর নয়, ভারত সকলের। তবে এদের পূর্বের মতো ভঙ্গুর নয় শত্রুর আঘাতের সে ভীত সন্ত্রস্ত নয় সে পারে পাল্টা জবাব দিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে। সিনেমার প্রারম্ভে বেবি বাহিনীর নেতা সদম্ভে ঘোষণা করেন "আকলমন্দি ঘরমে ঘুসকে মরনে মে নেহি, মারনে মে হ্যা"- এটা যেন পরিবর্তিত ভারতেরই বার্তা বহনকারী ।

বর্তমানে ভারত সরকার জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র তৈরীর প্রয়াস চালাচ্ছে, যেখানে হয়তোবা বহুত্ববাদ কোন কোন সময় খর্ব হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান খুব স্পষ্ট এবং দৃঢ়। ভৌগলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান ভারতের মনোভাব কে প্রকার চলচ্চিত্রগুলি তে অনেকাংশেই ফুটে ওঠে। এগুলি তারা মানুষকে প্রভাবিত করার এক প্রয়াস চলে ও তা অনেকাংশেই সফল হয় তা একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ পায়। University of Dayton এর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক Michelle C. Paultz Midwestern college এর স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা চালান। তিনি বর্তমান সরকারের ওপর কিছু প্রশ্ন দ্বারা একটি questionnaire তৈরি করেন ও তা পূরণ করতে বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের। তিনি তাদের 'Argo' এবং 'Zero dark thirty' এই সিনেমা দুটি দেখান তিনি দেখেন সিনেমাটি দেখার আগে নিজের দেশের সরকার নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যে ধারণা পোষণ করতো সিনেমাটি দেখার পর সেই ধারণার 20 থেকে 25 শতাংশ পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সরকারের উপর তাদের আস্থা আরো বেড়েছে। তারা মনে করছে সঠিক সরকারই দেশকে দিশা দেখাচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়, এপ্রকার সিনেমাগুলির বক্স অফিস থেকে বিপুল পরিমান আয় ও 2019 এর লোকসভা নির্বাচনে এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকারের বিপুল জয় এই মতের সত্যতা কেই ইঙ্গিত করে।

**References**


1. Sharp, Joanne P. 1993. Publishing American identity : popular geopolitics and The Rider's Digest. Political Geography. Vol 12.6. Pp 491-503, Retrieved https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/096262989390001N

2. Dodds, Klaus. 2007. Geopolitics : A Very Short Introduction. Oxford University Press.

3. Dodds, Klaus. 2015. Popular Geopolitics and the 'War on Terror'. E-INTERNATIONAL RELATIONS. Retrieved https://www.e-ir.info/2015/05/10/popular-geopolitics-and-war-on-terror/

4. Pickering, Steve. 2016. Popular Geopolitics. Understanding Geography and War. Springer Link. Retrieved https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-52217-7_4

5. Dodds, Klaus. 2008. Hollywood and the Popular Geopolitics on the War and Terror. Third World Quarterly. Pp 1621-1637. Retrieved https://www.researchgate.net/publication/233301023_Hollywood_and_the_Popular_Geopolitics_of_the_War_on_Terror

6. Rech, Matthew. Popular geopolitics and film. Retrieved https://www.google.com/amp/s/blog.geographydirections.com/2010/02/24/popular-geopolitics-and-film/amp/

7. Shailo, Iqbal. 2016. Bollywood of India : Geopolitical Texts of Belonging and Difference and Narratives of Mistrust and Suspicion. CINEJ CINEMA JOURNAL. Vol 5.2. Retrieved https://cinej.pitt.edu/ojs/index.php/cinej/article/view/138

8. Chattopadhay, Sohini. 2018. How nationalism took over Hindi Cinema. Live mint. Retrieved https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/Leisure/b59Z5FzoLBr6Ho0hgj3tSL/How-nationalism-took-over-Hindi-cinema.html%3ffacet=amp

9. Khan, Murtaza A. 2020. Changing colour of nationalism in our films. NATIONAL HERALD, Retrieved https://www.google.com/amp/s/www.nationalheraldindia.com/amp/story/entertainment%252Fchanging-colour-of-nationalism-in-our-films

10. Chintamani, Goutam. 2019. Surge of nationalism on political promotion : what is wrong with Bollywood's recent blockbusters?. Daily O. Retrieved https://www.google.com/amp/s/www.dailyo.in/lite/arts/mission-mangal-independence-day-movies-indian-movies-patriotism-uri-the-surgical-strike/story/1/31917.html

11. Vittal, Balaji. 2018. On Indian Cinema and Patriotism. The Hindu. Retrieved https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/entertainment/movies/cinema-indian-independence-patriotic-cinema/article24744170.ece/amp/

12. Chatterjee, Shoma A. The Culture that Bollywood creates. The Statesman. Retrieved https://www.google.com/amp/s/www.thestatesman.com/opinion/culture-bollywood-creates-1502518017.html/amp

13. Geopolitics. Wikipedia. Retrieved https://en.m.wikipedia.org/wiki/Geopolitics

14. Deudney, Daniel H. Geopolitics. BRITANNICA. Retrieved https://www.britannica.com/topic/geopolitics